তাহা শুনি হরিপাল আগু'য়ে দাঁড়ায়।
'অই নিতা যায় বলি পাগলে দেখায়।।
তার সঙ্গে দেখাইল অক্ষয় ঠাকুরে।
'অই সেই গোরা যায় কে ঠেকাবে ওরে।।
খাঁটবে না জোর তোর নিতাইর ঠাঁই।
এসেছি আমরা তোর ভাঙ্গিব বড়াই।।
কামের কামনা মোরা করিয়াছি চূর্ণ।
পাপেরে তাড়ায়ে দিনু না রাখিনু পুণ্য।।
আর কিরে মাধা তোর দস্যুত্ব রাখিব।
এই হরিনাম অস্ত্রে পাষন্ড দলিব।।
জগৎ মাতা'ব বলি প্রতিজ্ঞা আছয়।
হইয়া জগৎ ছাড়া পলা'বি কোথায়।।'
মদন কহিছে ডেকে মাধাই আবেশে।
'এত যদি দর্প তবে দাঁড়া কাছে এসে।।
দৌড়িলে দন্ডিব তোরে দেখ দন্ড হাতে।
ভন্ডের জীবন দন্ড মাধার দন্ডেতে।।'
তাহা দেখি হরিপাল কহে পাগলেরে।
'ঐ এল মদন বেটা মাধারূপ ধ'রে।।'
তাহা শুনি মহানন্দ ফিরিয়া দাঁড়ায়।।
বলে 'মাধা হরিবল ধরি তোর পায়।।
মাধাবেশে মদনের অধরোষ্ঠ কম্প।
পাগলের সম্মুখে পড়িল দিয়া লম্ফ।।
দন্ড ধরি একবাড়ী পাগলকে হাঁকে।
হাঁড়ি ফেলাইয়া মারে পাগল মস্তকে।।
দন্ড বাড়ী লাগিল না পাগলের গায়।
হাঁড়ির আঘাত লেগে হাঁড়ি ভেঙ্গে যায়।।
অক্ষয় ঠাকুর ধরে ভাঙ্গা হাঁড়ি কাঁধা।
লম্ফ দিয়ে বলে 'তোর বাঁচা নাই মাধা।।
নিতাইর সঙ্গে দন্ড আহা রে পাষন্ড।।
কাটিব চক্রেতে আজ দু'ভায়ের মুন্ড।।
পাষন্ড দলিব তাই সাঙ্গোপাঙ্গ দন্ড।
চক্রাঘাতে আজ তোর ছিঁড়ি দিব মুন্ড।।'

নিত্যানন্দ ভাবাবেশে কহে মহানন্দ।
'চক্র ছাড়ি দে ওরে অক্ষয় প্রেমানন্দ।।
কোথা লাগে দন্ড তোর হরি দন্ডধারী।
ঘরে ঘরে মেগে খাবি প্রেমের ভিখারী।।
প্রেমাবেশে পিপাসে ধরিলি আশা দন্ড।
সেই দন্ড তাহাও করিব আমি খন্ড।।
তোর কি দন্ডিতে হয় যেই তোরে দন্ডে।
নাম-রস পশাও উহার মেরুদন্ডে।।
সুধাখন্ড, দয়াবারি কর প্রকাশিত।
জ্ঞানন্যে হৃদয়াম্বুজে সিঞ্চ প্রেমামৃত।।'
দাঁড়াল মদন মাধা যষ্টি দন্ডবৎ।
নিম্নেতে দক্ষিণ হাত উর্দ্ধে বাম হাত।।
হস্ত পদ টান লোম কেশ উর্দ্ধ টান।
স্বেদ-কম্প-অশ্রু-হর্ষ উত্তার নয়ন।।
তারকের হ'ল তথা জগাই আবেশ।
দন্তে ধরে একগোছা তৃণ আর কেশ।
লোটাইয়া প'ল গিয়া পাগলের পায়।
পাগল সে তৃণগাছি দন্তে ধ'রে লয়।।
উঠিয়া পাগল ধরে তারকের গলে।
তারক পড়িল মহানন্দ পদতলে।।
লোহাগড়া বাজার দক্ষিণে এই লীলে।
বন্দরের লোকে দেখে হরি হরি বলে।।
কলরব হরি রব বাজার ভিতরে।
দোকানে বাজারে বন্দরের ঘরে ঘরে।।
তথা হ'তে চলিলেন তারকের ঘাটে।
তারকের নারী এল নবগঙ্গা তটে।।
তারকের ছিল যে পিস্তাত ভ্রাতৃ-বধূ।
দেখে সুখে পান করে লীলাচক্র মধু।।
পাগল আসিয়া দুই বধূকে ধরিল।
পাগলের দুই পার্শ্বে দু'জন রহিল।।
দুইজনে পাগলে ধরিল সাপটিয়া।
পাগল দোঁহার স্কন্ধে দুই বাহু দিয়া।।